

আল-হজ্জ | Al-Hajj | الْحَجَّ

আয়াতঃ ২২ : ২৬

আরবি মূল আয়াত:

وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهَّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكَّعَ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

অনুবাদসমূহ:

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য'। — আল-বায়ান

স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করবে না, আর আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, নামাযে কিয়ামকারী, রুকু'কারী ও সেজদাকারীদের জন্য। — তাইসিরুল

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান তখন বলেছিলামঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দণ্ডায়মান থাকে, রুকু করে ও সাজদাহ করে। — মুজিবুর রহমান

And [mention, O Muhammad], when We designated for Abraham the site of the House, [saying], "Do not associate anything with Me and purify My House for those who perform Tawaf and those who stand [in prayer] and those who bow and prostrate. — Sahih International

২৬. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম(১) ঘরের স্থান(২), তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না(৩) এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, এবং রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন।(৪)

(১) এ আয়াতে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সাথে এমন ঘরে শরীক করে যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল তাওহীদের উপর। আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সেটার স্থান দেখিয়ে দিলেন, তার কাছে সমর্পন করলেন এবং তা তৈরী করার অনুমতি দিলেন। [ইবন কাসীর] অভিধানে بَوَّأ শব্দের অর্থ বর্ণনা করা। [জালালাইন] অপর অর্থ, তৈরী করা, কারণ সেটার স্থান অপরিচিত ছিল। [মুয়াসসার] আয়াতের অর্থ এইঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে বায়তুল্লাহর অবস্থানস্থলের ঠিকানা বর্ণনা করে দিয়েছি।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি বিবি হাজেরা ও ইসমাইলকে নিয়ে তা বানাতে বের হলেন, যখন মক্কার উপত্যকায় আসলেন তখন তিনি তার মাথার উপর ঘরের স্থানটুকুতে মেঘের মত দেখলেন, যাতে মাথার মত ছিল, সে মাথা থেকে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে বলা হলঃ হে ইবরাহীম! আপনি আমার ছায়ায় বা আমার পরিমাণ স্থানে ঘর বানান, এর চেয়ে কমাবেন না, বাড়াবেনও না। তারপর যখন ঘর বানানো শেষ করলেন, তখন তিনি বের হয়ে চলে গেলেন এবং ইসমাইল ও হাজেরাকে ছেড়ে গেলেন, আর এটাই আল্লাহর বাণীঃ (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ) আয়াতের মর্মার্থ। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫৫১]

(২) (مَكَانَ الْبَيْتِ) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম 'আলাইহিস সালাম-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম 'আলাইহিস সালাম ও তৎপরবর্তী নবীগণ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনা খুব শক্তিশালী নয়। সहीহ বর্ণনানুসারে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামই প্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা তাকে হবু ঘরের স্থান দেখিয়েছিলাম। এ অর্থ হবে না যে, সেখানে ঘর ছিল আর তা নষ্ট হয়ে যাবার পরে আবার তা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে নির্মাণের জন্য দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত থেকেই অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামই প্রথম আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন। তার পূর্বে সেটি নির্মিত হয়নি। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি বললাম, এ দুয়ের মাঝখানে কত সময়? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। [বুখারী: ৩৩৬৬; মুসলিম: ৫২০]

(৩) অর্থাৎ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে এই ঘরের কাছেই পুনর্বাসিত করার পর কতগুলো আদেশ দেয়া হয়। তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশটি ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। আর তা হলো, “আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না।” ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ, একমাত্র আমার জন্যই এ ঘরটি বানাবেন। অথবা এ ঘরে শুধু আমাকেই ডাকবেন। অথবা এর অর্থ, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় যে, আমার গৃহকে পবিত্র রাখুন। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকে পবিত্র রাখা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। [ফাতহুল কাদীর] ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করা। কারণ, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজেই শির্ক ও কুফারী থেকে মুক্ত ছিলেন, তিনি আল্লাহর ঘরকে ময়লা-আবর্জনামুক্ত করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে কাবাঘরের সেবার দাবীদার তৎকালীন কাফের মুশরিকদের সাবধান করা হচ্ছে যে, এ ঘর নির্মাণের জন্য তোমাদের পিতার উপর শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তিনি এটাকে শির্কমুক্ত রাখবেন। তোমরা সে শর্তটি পূর্ণ করতে পারনি। বরং শির্ক দ্বারা কলুষিত করেছ। [ফাতহুল

কাদীর]

এ নির্দেশের সাথে কাদের জন্য ঘরটি পবিত্র রাখবেন তাদের কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা হচ্ছেন, তাওয়াফকারী ও সালাতে দণ্ডায়মানকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী লোকদের জন্য। বিশেষ করে তাওয়াফ এ ঘর ছাড়া আর কোথাও জায়েয নেই, আর সালাত এ ঘর ব্যতীত অন্য কোন দিকে মুখ করে পড়া (নফল ও যুদ্ধের সময়কার সালাত ব্যতীত) জায়েয নেই। অনুরূপভাবে রুকু ও সিজদা বলার কারণে ইবাদাতের মধ্যে এ দু'টি রুকনের গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(২৬) আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান,[1] (তখন বলেছিলাম,) আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না[2] এবং আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। [3]

[1] অর্থাৎ, কা'বা-গৃহের স্থান চিনিয়ে দিয়েছিলাম ও সেখানে ইব্রাহীমের বংশধরের জন্য বসতি স্থাপন করলাম। এখান হতে বুঝা যাচ্ছে যে, নূহ (আঃ)-এর যুগে বন্যার ধ্বংসকারিতার পর কা'বার পুনর্নির্মাণ সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আঃ)-এর হাত দ্বারা হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীস দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, “পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ ‘মাসজিদুল হারাম’ এবং ওর চল্লিশ বছর পর ‘মাসজিদুল আকসা’ নির্মিত হয়েছে। আহমাদ ৫/১৫০, ১৬৬-১৬৭, মুসলিমঃ মাসাজিদ)

[2] কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এখানে শুধু একমাত্র আমার ইবাদত হবে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে, মুশরিকরা এখানে যে সব মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে এবং এখানে এসে যে তাদের ইবাদত করছে, তা পরিস্কার অন্যায। যেখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হওয়া উচিত ছিল, সেখানে দেব-দেবীর পূজা হচ্ছে! (আর একজনের অধিকার অন্যজনকে দেওয়ার নামই হল, অন্যায।)

[3] অর্থাৎ, কুফরী, মূর্তিপূজা এবং অন্যান্য অপবিত্র ও নোংরা জিনিস হতে পবিত্র রেখো। এখানে শুধু নামায আদায়কারী ও তাওয়াফকারীদের কথা বলা হয়েছে, কারণ এই দুটি ইবাদত কা'বার জন্য বিশেষ ইবাদত। নামাযের সময় ঐ দিকেই মুখ করে দাঁড়াতে হয় এবং তাওয়াফ একমাত্র ঐ ঘরেরই করা হয়। কিন্তু বিদআতীরা অনেক মাজারের তাওয়াফও আবিষ্কার করে ফেলেছে। আবার কোন কোন নামাযের জন্য তাদের কিবলাও অন্য! আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2621>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন